ওঁ শ্রীশ্রীহরি

ঃ যুবক-সঙ্গীত ঃ

কবিকর ঃ-শ্রীসতীশচন্দ্র মাহাত।
লেখক ঃ—শ্রীভোলানাথ মাহাত।
গ্রাম - নড়িহা পোঃ—যামুনড়িহা, থানা—বরাবাজার
জেলা—পুরুলিয়া।

প্রচারকগণ ঃ—
মাদল বাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মাহাত।
মন্দিরা বাদক—শ্রীসুচাঁদ মাহাত।
কৃষ্ণরূপে—শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত।
রাধারূপে—শ্রীঅতুলাক্ষ মাহাত।
শ্রীনেপালচন্দ্র মাহাত, শ্রীঠাকুরদাস মাহাত,
শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত, শ্রীআহ্লাদ মাহাত। সাং-নড়িহা

নীতি প্রেস, পুরুলিয়া। মূল্য - ৩৫ পয়সা।

এই পুস্তকখানি সারাবলীর সারাংশ লইয়া রচিত হইয়াছে। এই পুস্তক যদি কোন ভুল ভ্রান্তি থাকে তাহা আপনারা নিজ গুণে সংশোধন করিয়া হইবেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ইতি : নিবেদক—
শ্রীসতীশচন্দ্র মাহাত
সাং—নড়িহা

সন ১৩৮২ সাল।

॥ সরস্বতী বন্দনা ॥

১—দয়া কর ও বীণাপাণী।
আমি ডাকি দিবা রজনী॥ রং

১। নমঃ মাতা সরস্বতী, নমঃ হংসবাহিনী।
তোমা বিনা বুদ্ধিদাতা কে আছে গো জননী॥
২। সর্ব্বঘটে থাক তুমি, এস মা নারায়ণী।
শ্বেত বস্ত্র পরিধান বিনা যন্ত্রধারিনী॥
৩। কালিদাসে জ্ঞান দিলে মা, মোরা সব অজ্ঞানী।
এই অধমে তরাইবে ঐ আশায় আছি আমি॥
৪। অজ্ঞান সন্তান আমি, জ্ঞান দে গো জননী।
সতীশ বলে অন্তিমকালে তরাইবে আপনি॥

২—জন্ম হইল গরীব ঘরেতে, আমি লিখি টুসুর সঙ্গীতে। রং

১। গ্রাম আমার নড়িহাতে; পোঃ বামুনডিহাতে
বরাবাজার থানা হইল, জেলা পুরুলিয়াতে॥
২। শিশুকালে পিঁতা আমার গিয়াছে স্বর্গলোকে।
সময়েতে খেতে পাই না, তেল জুটে না মাথাতে॥
৩। কি বলিব দুঃখের কথা, টাকাই চাল মিলে না গ্রামেতে
পুরুলিয়াতে আটা কিনি, দিনকাটি কোনমতে॥
৪। নামটি আমার সতীশচন্দ্র, ডাকে সবে জগতে।
বইগুলি ছাপালাম আমি, টুসু মায়ের দয়াতে॥

৩— রং রাধা নামে বাজিল বাঁশুরী, সখি বল উপায় কি করি
১। বিনয় করে বাজে বাঁশি, ডাকে গো সহচরী।
বল ললিতা চল্ গো বৃন্দে চল গো রাধা প্যারী।
২। সব সখি মিলে মোরা, কেড়ে নিব বাঁশুরী।
অসময়ে বাজে বাঁশী, কাঁদায় অবলা নারী॥
৩। দিবানিশি বাজে বাঁশী, ডাকে রাধা নাম ধরি॥
কলসীর জল ফেলে দিয়ে, যায় যমুনাতে হরি॥
৪। বসন চোরা, ননী চোরা, চোরা জানে কত চাতুরী।
সতীশ বলে যমুনাতে, যাস না গো সহচরী॥

৪— রং ধন্য গোপাল তোমার বাঁশী।
স্বরে মোহিত পশু পাখি॥
১। তোমার বাঁশির সরে, মোহিত পশু পাখী।
কোথায় শিখেছে বাঁশি, কহ তুমি প্রকাশি॥
২। অবলা বলিল আর, বল রহে উপেক্ষী।
মর্ত্ত ভূমে স্তব্ধ নর, সর্গে পাতালে বাসুকী॥
৩। আপন মনে বাজে বাঁশী, যার কানে প্রবেশী।
যশোদা শুনে মুনী দেখা রাধার মন উদাসী॥
৪। অম্বুজে বলেন গোপাল, ধন্য হে তোমার বাঁশী।
ভোলানাথে বলে প্রভু ভুলালে ব্রজবাসী॥

৫—রং কুঞ্জে কেন এলোনা হরি।
কত কাঁদিছে রাধা প্যারী॥
১। শুন রাধে বলি তোরে আসিবেন গো মুরারী।
কাঁদিলে কি হবে সখি, বল উপায় কি করি॥
২। না না ফুল তুলি মালা গাঁথেছিল সুন্দরী।
মালা পরাইব গলে, আইলে বংশধারী॥
৩। সব সখি মিলে মোরা কেড়ে নিব বাঁশুরী।
অসময়ে বাজে বাঁশী, কাঁদায় অবলা নারী॥
৪। বড় আশা ছিল মনে আসিবেন বংশধারী।
সতীশ বলে বৃথা তুমি কাঁদ না রাধাপ্যারী॥

৬—রং বল সখি এখন কি করি।
আর আসবে কি নাগর হরি ॥
১। মালার উপর ময়ূর পাখা হাতে মোহন বাঁশুরী।
দিবানিশি বাজায় বাঁশী, ডাকে রাধা নাম ধরি ॥
২। রাধা নামে বাজে বাঁশি গৃহেতে রহিতে নারি।
কত ছলে যায় যমুনা কক্ষে লয়ে গাগরী।
৩। বসন চোরা, ননী চোরা জানে কত চাতুরী
সতীশ বলে বাঁশীর ছলে ভুলনাগো সুন্দরী।

৭—রং দেখ নিশি গেল চলিয়া।
ও আমার আইল না কালিয়া ॥
১। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তুমি, রহিলে হে ভুলিয়া।
আসবে বলে প্রাণ বঁধু আছি নিশি জাগিয়া ॥
২। ফুল মালা গেঁথে ছিলাম তোমার আসার লাগিয়া ॥
কি করি উপায় বল মালা গেল শুকিয়া ॥
৩। দেখ ললিতা দেখ গো বৃন্দে দেখ পথ হেরিয়া।
মান ত হারালাম আমি শ্যাম নটবর কালিয়া।
৪। পুরুষ ভ্রমরা জাতি, প্রেমে থাকে মাতিয়া।
সতীশ বলে থাকগো বৃন্দে কালার আশা করিয়া ॥

৮—রং কেন প্যারী করিছ রোদন।
তোমায় ভুলব না আমি কখন।
১। শ্রীকৃষ্ণ বলেন সখি, বৃথা কাঁদ অকারণ।
তব প্রেমে বাঁধা আছি, আমি জীবনে জীবন ॥
২। শুন শুন ওগো প্যারি আমি তোমায় বলি ধন।
পায়ে ধরি বিনয় করি, ত্যাজ তুমিও ক্রোধ মন ॥
৩। সতীশ বলে ফিরে গেলে, পাবে না আর চাঁদ বদন।
ঐ চরনে আশা রইল সদা অম্বুজের মনে ॥

৯—রং এস হে শ্যাম করি দরশন।
আমার মনে জাগে ঘনে ঘন ॥
১। আমরা অবলা নারী, বুঝিনা তোমার ছলনা।

সামনে আসে কথা বল জুড়াক রাধার জীবন ॥

২। না বুঝিয়া রাধা প্যারী, ত্যজিল হে শ্যাম ধন।
মান ভরে ছিল রাধা চাইল না তোমায় তখন।

৩। সতীশ বলে কৃষ্ণ মিলে করিলে বহু যতন।
অহংকারে মান করিয়ে হারালে অমূল্যধন ॥

১০ রং তারে তুমি চাইলে না প্যারী।
দেখ পুরুষ প্রধান হরি ॥

১। কত না আদরে বঁধূ কহিছে বিনয় করি।
সপথ করি বলি আমি তোমার চরণ ধরি ॥

২। এখন কহিছ তুমি, আনিয়ে মিলাও হরি।
এখন তারে কোথা পাব, কাঁদিয়া গেল ফিরি ॥

৩। ত্রিজগত হর্ত্তা কর্ত্তা, সৃষ্টি হয় অধিকারী।
কি বলিব তব প্রেমে হয়েছে আজ্ঞাকারী ॥

৪। নারীর গৌরব কভু, থাকে না লো সুন্দরী।
অম্বুজ ভনে ঐ চরণে; সদাই প্রণতি করি ॥

১১ রং নাগর এল যোগী বেশেতে।
দেখ আয়ালের দ্বারেতে ॥

১। হরি হর নাম ডাকে; যোগীবর মুখেতে।
কুটিলা বলে মাতা; কে এল মা দ্বারেতে ॥

২। কুটিলা কুটিলা ভিক্ষা; এনে দিল দ্বারেতে।
যোগী বলে ভিক্ষা আমি লিব না তোদের হাতে ॥

৩। যোগী বলে ভিক্ষা তোরা দিবে যদি আমাকে।
পুত্রবধু ডাকে দাও গো ভিক্ষা লিব তার হাতে ॥

৪। দাসী হেতু হেন সাজ; না সাজে হে তোমাকে।
বলরাম কুঞ্জে যাব; না ছাড়িব তোমাকে।

৫। শ্যামের হাতে ধরি রাধা; লয়ে গেল কুঞ্জেতে।
প্রেমে মাতুয়ারা হয়ে গাহিছে ভোলানাথে ॥

১২—রং মদে কেন এত মন দিলি।
ও তুই রাত কাটায় ঘরআলি ॥

১। মদ খেয়ে আনন্দ হয়ে, চলে হে ঢলি ঢলি।
ঘরে বোএ বললে কথা; বালিশ তোর বাপের খানি।
২। জমি জায়গা বিকে; মদ খেয়ে ফকির হলি।
রাত কাটাই মদ ভাঁটিতে; গড়াগড়ি তুঁই দিলি॥
৩। এ বছরের চাষের ধানটা বিকে হে তুই ফুরালি।
ধুতি জামা হাতে ঘড়ি ঘরের লে বাহির হলি॥
৪। সতীশ বলে মাতাল হয়ে, লক্ষী ছাড়া তুঁই হলি।
বাঁচার থেকে মরা ভাল, সংসারটা তুই ডুবালি॥

১৩—রং ভাব করে লে জনমের মতন।
হেলায় হারাস না জীবন রতন॥

১। কত সাধের মানুষ জনম হবে না হে দরশন।
মরে গেলে দিবে ফেলে, খাবে শিয়াল শুগ্নিগণ॥
২। পিতা মাতা; ভাই বন্ধু, কেহ না হবে আপন।
এ সংসারে নাইরে কিছু ঘর ছেড়ে পলাই জীবন॥
৩। শুনা দিন যাইরে বয়ে, কে খণ্ডে বিধির লিখন।
যখন যারে অডার দিবে, যাইতে হবে তখন॥
৪। আসল কাজে দিয়ে ফাঁকি দিয়েছে নকলে মন।
সতীশ বলে ভাগ্য ফলে, হয়েছে মানুষ জনম॥

১৪—রং শ্যাম পালাল-পান শাব বলে।
দেখ ট্রেলিং শাড়ীর দাম শুনে॥

১। কত না আদরে বঁধু প্রেম করিলে যতনে।
এখন তুমি পলাইলে, ট্রেলিং শাড়ীর দাম শুনে॥
২। কুল গুচালে, মন মজালে, এখন হেরিলে না বদনে।
বিদেশী বঁধুর সনে, ভাব কর না কোন দিনে॥
৩। অনেক দিনের ভালবাসা ছিল হে তোমার সনে।
ভাব করা বিফলে গেল ভেবেছি মনে মনে॥
৪। কত সাধের ভালবাসা হয়েছিল দুজনে।
অম্বুজ ভনে ভালবাসা থাকে না চিরদিনে॥

১৫—রং মানবি যদি আমার কথাটি
কিনে দিব ছাপা শাড়ীটি

১। আগে দিব ছাপা শাড়ী পরে দিব সারাটি
সেলাই করে দিব আমি সায়ার পরে জাকিটটি
২। বাজারে বেড়াতে গেলে, রিক্সার্ভ লিব রিক্সাটি
দুজনে সিনেমা যাব দেখব প্রেমের খেলাটি ॥
৩। কানে দিব কান মাকুড়ি মাথায় দিব সিঁথাটি।
পায়েতে নেপুর দিব গলায় দিব মহরটি ॥
৪। হাতে দিব সোনার শাঁখা নাকে দিব নুলুকটি।
সাগর বলে আর কোন দিন কর না ঝগড়াঝাটি ॥

১৬—রং প্রেম কথাটি বলবে সাবধানে।
ও প্রেম আন না টুসুর গানে ॥

১। প্রেম কথাটি কে না জানে, জন্ম যার ত্রিভুবনে।
প্রেম পরদা ঢাকা আছে খোলা আছে কোন খানে ॥
২। কত রকম প্রেম যে আছে; রসিক যারা সেই জানে।
প্রেম খোলা দেখি নাই ভাই; রাস্তা ঘাটে ময়দানে।
৩। সতীশ বলে প্রেমের রতি; বুঝে লাও রসিক জনে।
গোবর পোকায় মধুর মরম জানে না কোন দিনে ॥

১৭ রং পান দিলে পান আর ত খায় না।
বঁধু চোখ ইশারা দিও না।

১। এক খিলি পান খেয়ে তোমার, পেয়েছি হে যাতনা।
কবে তোমায় দেখা করি তাইত আমার ভাবনা ॥
২। হাট বাজারে দেখা হলে, রা-ত তোমায় কাড়ব না।
তোমার তরে এ যৌবন, কলংকের দাগ লিব না ॥
৩। আমি তোমার তুমি আমার হয়েছিলাম দুইজনা।
সতীশ বলে রাস্তার মাঝে, কেলেংকারী কর না ॥

১৮—রং দেখলে আমায় দিস কেন নজর।
ওরে তুই কি আমার কুলের বর ॥

১। আমি বড় ঘরের বিটি, কত আছে আপন পর।
সহজে ছাড়িব না তোরে, নিয়ে যাব থানা ঘর ॥
২। সাবধানে রে বলবি কথা থাপড়ে দাঁত ভাঙ্গব তোর।
হাঁসি মুখে বলিস কথা ভাঙ্গব রে গুণ্ডামি তোর।
৩। ছি ছি কালা লাজ লাগে না পর নারীকে দিস নজর।
সতীশ বলে চালান দিলে জামিনরে কে হবে তোর ॥

১৯—স্বং আয় চলে আয় আমার সংঘরে।
ও তুই থাকবি যদি সহরে ॥

১। থাকিসলো তুই ঝুপড়ি ঘরে, রাখব লো দালান ঘরে।
জ্বালে দিব বিজলি বাতি, ডি-ভি-সির পাওয়ারে।
২। সকাল সন্ধ্যা চা সিঙ্গাড়া, দিব উটানা করে।
ধোলাই করা পরবি সাড়ী, মুখ সাজাবি পাওডারে।
৩। সিনিমা দেখাব তোরে, সপ্তাহে একদিন ধরে।
সতীশ বলে কুল গেলে দোষ দিবি না আমারে।

২০—স্বং রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনে, বল যাবহে বৃন্দাবনে।
১। বিনা সুতার মালা গাঁথি পরেছ হে দুজনে।
তারা দুজন প্রেমের প্রেমিক ভেবেছি মনে মনে ॥
২। ভক্ত যে জন যাবে সেজন ও বাঁশি শুনিবে হে শ্রবনে।
সতীশ বলে আশা রইল; ঐ প্রভুর চরণে।

—।০।—